॥ শ্রীগদ্যত্রয় ॥

Vrindavan Das
Govind Kund
Vrindavan, Mathura

শ্রীরামানুজাচার্য্য কৃত

(মর্মানুবাদ)

Vrindavan Das
Govind Kund, Vrindavan
Nityanand Baba Ashram

শ্রীদীনশরণ দাস
কর্ত্তৃক
সম্পাদিত ও প্রকাশিত

মূল্য—।৵০ আনা

প্রাপ্তিস্থান প্রকাশক
ব্রজানন্দ ঘেরা
পোঃ—রাধাকুণ্ড
মথুরা

ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম। জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম॥

মুদ্রাকর—
শ্রীমণীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়
মুখার্জ্জী প্রেস
৫।১।এ, নূরমহম্মদ লেন
কলিকাতা—৯

॥ শরণাগতি-গদ্যের মর্মানুবাদ ॥

—১ম গদ্য—

(শ্রীলক্ষ্মীপতি-যতিপতি-সংবাদ)

(ক) যতিপতির "নিবেদন"—শ্রীলক্ষ্মীদেবীর শ্রীপাদপদ্মে—

(১) অনন্যশরণ আমি একান্তভাবে শ্রীভগবান্ নারায়ণের অভিমত, অনুরূপ, রূপ, গুণগণ, বিভব, ঐশ্বর্য, শীলাদি অনবধিকাতিশয় অসংখ্যেয় কল্যাণগুণগণযুক্তা, পদ্মবনালয়া, ভগবতী, নিত্যানপায়িনী, নিরবদ্যা, দেবাদিদেব দিব্যমহিষী, অখিল-জগন্মাতা, অস্মন্মাতা, অশরণশরণ্যা শ্রীলক্ষ্মীদেবীর শরণ গ্রহণ করিতেছি।

একমাত্র পরমার্থ-স্বরূপ শ্রীভগবানের পাদপদ্ম-যুগলে ঐকান্তিক, আত্যন্তিক পরজ্ঞান ও পরাভক্তি দ্বারা প্রাণে অতিপ্রিয় শ্রীভগবানের পরিপূর্ণ, অনবরত, নিত্য, বিশদতম, অনন্য-প্রয়োজন এবং অতিশয় নিঃসীম অনুভব আবির্ভূত হইয়া থাকে।

সেই অনুভব হইতে জনিতা অতিশয় নিঃসীমা ভগবৎপ্রীতি ভগবৎ সেবকগণকে সর্বাবস্থোচিত অশেষবিধ "শেষভাব"-রূপ নিত্যদাস্যে প্রবর্তিত করাইয়া থাকেন।

সেই প্রীতিকারিত নিত্যদাস্য-প্রাপ্তির উপায়—একমাত্র পরমার্থ-স্বরূপ শ্রীভগবৎপাদপদ্মের যথাবস্থিতা শরণাগতি আমার চিত্তে অবিরত অবিচলভাবে বিদ্যমানা থাকুন।

শ্রীলক্ষ্মীদেবীর উক্তি—আমার আশীর্বাদে তোমার চিত্তে তোমার প্রার্থিত শরণাগতির ভাব অবিরত বিদ্যমান থাকুক। তাহার দ্বারা তোমার সর্বাভীষ্ট পূর্ণ হইবে।

(খ) যতিপতির নিবেদন—শ্রীনারায়ণের শ্রীপাদপদ্মে—

(২) হে প্রভো! তুমি অখিল-দোষগন্ধ রহিত, কল্যাণৈকতান, তোমা-ভিন্ন সমস্ত বস্তু হইতে তুমি বিলক্ষণ, তুমি অনন্ত জ্ঞানানন্দৈক-স্বরূপ, তোমার রূপ তোমারই অভিমতানুরূপ, সেই দিব্যরূপ অচিন্ত্য, দিব্যাদ্ভুত, নিত্য নিরবদ্য, নিরতিশয় ঔজ্জ্বল্য, সৌন্দর্য, সৌগন্ধ্য, সৌকুমার্য, লাবণ্য, যৌবনাদি অনন্ত

কল্যাণ-গুণযুক্ত, তুমি স্বাভাবিক অনবধিকাতিশয়, জ্ঞানবল, ঐশ্বর্য, বীর্য, শক্তি, তেজঃ, সৌশীল্য, বাৎসল্য, মৃদুতা, সরলতা কারুণ্য, মাধুর্য, গাম্ভীর্য, সৌহার্দ্দ্য, ঔদার্য, সমতা, চাতুর্য, স্থৈর্য, ধৈর্য, শৌর্য, পরাক্রম, সত্যকামত্ব, সত্যসঙ্কল্পত্ব, কৃতিত্ব, কৃতজ্ঞতাদি অসংখ্যেয় পুঞ্জীভূত কল্যাণ-গুণগণের মহাসাগর, তুমি স্বানুরূপ, বিবিধ, বিচিত্র, অনন্ত, আশ্চর্য, নিত্যনিরবদ্য নিরতিশয় সুগন্ধ, নিরতিশয় সুখস্পর্শ, নিরতিশয় উজ্জ্বল, কিরীট, মুকুট, চূড়া অবতংস, মকরকুণ্ডল, গ্রৈবেয়ক (চিক) হার, কেয়ূর, কটক, শ্রীবৎস, কৌস্তুভ, মুক্তাদামখচিত উদরবন্ধন, পীতাম্বর, কাঞ্চীগুণ এবং নূপুরাদি অপরিমিত দিব্য ভূষণে ভূষিত। তুমি স্বানুরূপ অচিন্ত্যশক্তিযুক্ত শঙ্খ, চক্র, গদা, অসি, শার্ঙ্গাদি অসংখ্যেয় নিত্য, নিরবদ্য, নিরতিশয় মঙ্গলময় দিব্যায়ুধধারী। তুমি তোমার স্বাভিমত নিত্য নিরবদ্য অনুরূপ "স্বরূপ" রূপ, গুণ, বিভব, ঐশ্বর্য, শীলাদি অতিশয় নিঃসীম অসংখ্যেয় কল্যাণ-গুণগণযুক্ত শ্রীলক্ষ্মীদেবীর বল্লভ। তদ্রূপ গুণগণযুক্তা শ্রীধরা দেবী এবং শ্রীলীলা দেবীর নায়ক। তোমার শ্রীপাদপদ্মযুগল, স্বচ্ছন্দ, অনুবৃত্তি স্বরূপ স্থিতি এবং প্রবৃত্তিভেদে অশেষবিধ দাস্যরতির মূর্তি স্বরূপ, নিত্য নিরবদ্য, নিরতিশয় জ্ঞান, ক্রিয়া, ঐশ্বর্যাদি অনন্ত কল্যাণগুণগণযুক্ত শেষ শেষাসন, গরুড়-প্রমুখ নানাবিধ অনন্ত পরিজন এবং পরিচারিকাগণ দ্বারা সেবিত। তোমার স্বরূপ এবং স্বভাব পরম যোগিগণের বাক্য-মনের অগোচর। তুমি স্বাভিমত, বিবিধ, বিচিত্র, অনন্ত, ভোগ্য ভোগোপকরণ এবং ভোগস্থানে সমৃদ্ধ, অনন্ত, আশ্চর্য, অনন্ত মহাবিভব, অনন্ত পরিমাণ, নিত্য নিরবদ্য, নিরতিশয় শ্রীবৈকুণ্ঠের অধিপতি। তোমার সঙ্কল্পানুবিধায়ি স্বরূপ স্থিতি প্রবৃত্তি এবং শেষতৈক-স্বভাব, প্রকৃতি পুরুষ-কালাত্মক, বিবিধ বিচিত্র অনন্ত ভোক্তৃবর্গ, ভোগ্য, ভোগোপকরণ ও ভোগস্থান যুক্ত নিখিল জগতের সৃষ্টি স্থিতি এবং প্রলয় তোমার লীলামাত্র। তুমি সত্যকাম, সত্যসঙ্কল্প মহাবিভূতি পরব্রহ্ম স্বরূপ, তুমি অপার কারুণ্য সৌশীল্য, বাৎসল্য, ঔদার্য, ঐশ্বর্য সৌন্দর্যের মহাসমুদ্র, তুমি নির্বিশেষে অশেষ লোক শরণ্য তুমি প্রণতজনের আর্ত্তিহারী, আশ্রিত বাৎসল্যের একমাত্র সাগর, নিখিল ভূতসমূহের যাথাত্ম্য তোমার অনবরত বিদিত, তুমি অশেষ চরাচর ভূতসকলের নিয়মনে নিরত, তুমি অশেষ চিদচিৎবস্তুর মূলীভূত, নিখিল জগদাধার, তুমি অখিল জগতের প্রভু, আমাদের প্রভু, ইতর সমস্ত হইতে বিলক্ষণ, তুমি অথা লোকের পক্ষে কল্পবৃক্ষ-স্বরূপ তুমি আর্ত্তজনের বন্ধু, অশরণের একমাত্র শরণ্য, হে কাকুৎস্থ, হে বৈকুণ্ঠনাথ,

হে শ্রীমন্নারায়ণ, অন্য-শরণবিহীন আমি একান্ত ভাবে তোমার পাদপদ্মযুগলে শরণ গ্রহণ করিলাম।

(৩) হে প্রভো! আমি পিতা, মাতা, স্ত্রী, পুত্র, বন্ধু, সখা, গুরুজন, রত্ন, ধন, ধান্য, গৃহসম্পদ প্রভৃতি এবং সর্বধর্ম এবং সর্ববিষয় সুখ সম্যক্‌রূপে ত্যাগ করত অদ্য তোমার লোকবিক্রান্ত শ্রীপাদপদ্মের শরণ গ্রহণ করিলাম।

(৪) হে প্রভো! তুমিই মাতা, তুমিই পিতা, তুমিই বন্ধু, তুমিই গুরু, তুমিই বিদ্যা, তুমিই ধন, হে দেবদেব! তুমিই আমার সর্বস্ব।

(৫) হে প্রভো! তুমি এই চরাচর সমস্ত লোকের পিতা, পূজ্য এবং মহান্ গুরু, তোমার প্রভাব অপ্রতিম, অনন্ত বিশ্বে তোমার সমান্ কেহ নাই। আমি দণ্ডবৎ ভূমিতে লুণ্ঠিত হইয়া পূজ্য এবং জগদীশ্বর তোমাকে প্রণামপূর্বক তোমার প্রসন্নতা ভিক্ষা চাহিতেছি। পিতা যে প্রকার পুত্রকে, সখা যে প্রকার সখাকে, প্রিয় যে প্রকার প্রিয়াকে ক্ষমা করেন, হে দেব! তুমিও সেই প্রকার আমার সর্ববিধ অপরাধ ক্ষমা কর।

(৬) হে প্রভো! কায়মনোবাক্যে আমাকর্ত্তৃক আরব্ধ কার্য, অনারব্ধ কার্য, কৃত, ক্রিয়মাণ এবং করিষ্যমাণ অনাদিকাল প্রবৃত্ত অনন্ত কৃত্যাকরণ, অকৃত্যকরণ ভগবদপচার, ভাগবত অপচার এবং অসহ্য অপচাররূপ নানাবিধ অনন্ত দুষ্কার্যনিমিত্ত অপরাধী আমাকে নিজগুণে ক্ষমা কর।

(৭) হে প্রভো! আমার অনাদিকাল প্রবৃত্ত আত্ম-বিষয়ক এবং সমস্ত জগদ্বিষয়ক বিপরীত জ্ঞান এবং অশেষবিধ অতীত, অদ্যাপি বর্ত্তমান এবং ভবিষ্যতে বর্ত্তিষ্যমাণ বিপরীত আচরণ সর্বতোভাবে ক্ষমা কর।

(৮) হে প্রভো! মদীয় অনাদি কর্মপ্রবাহের মূলরূপ ভগবৎ স্বরূপাবরণ কারিণী, বিপরীত জ্ঞানোৎপাদিকা স্ববিষয়ে ভোগ্য বুদ্ধি-জননী, দেহেন্দ্রিয়রূপে, ভোগ্যরূপে এবং অতি সূক্ষ্মরূপে অবস্থিতা তোমার দৈবগুণময়ী মায়ার হাত হইতে "আমি তোমার শরণাগত, আমি তোমার দাস"—এই বাক্যের বক্তা আমাকে চিরকালের জন্য উদ্ধার কর।

(৯) "একমাত্র ভক্তিবিশিষ্ট জ্ঞানীর আমি অত্যর্থ প্রিয় এবং সেও আমার অত্যর্থ প্রিয়।"

"জ্ঞানী আমার আত্মস্বরূপ যেহেতু জ্ঞানী সর্বোত্তমা গতি- রূপ আমাতেই অভিনিবিষ্টচিত্ত। বহু জন্ম পরে জ্ঞানবান্ ব্যক্তি 'বাসুদেবই সর্ব' এই বুদ্ধিতে

একান্তভাবে আমারই শরণাগত হয়।" হে প্রভো! তোমার কৃপায় আমি যেন এই তিন শ্লোকে উক্ত পরজ্ঞান লাভের অধিকারী হইতে পারি।

(১০) "সেই পরমপুরুষ অনন্যভক্তিদ্বারা লভ্য", "একমাত্র অনন্যভক্তি দ্বারাই আমাকে জানিতে এবং দর্শন করিতে পারে।"

"ব্রহ্মভূত প্রসন্নাত্মা, সর্বভূতে সমদর্শী আমাতে পরাভক্তি লাভ করিয়া থাকেন"—হে প্রভো! তোমার কৃপায় আমি যেন এই তিন স্থানে উক্তা পরাভক্তি লাভে অধিকারী হইতে পারি।

(১১) হে প্রভো! তোমার কৃপায় আমি যেন পরাভক্তি-পরজ্ঞান-পরমাভক্ত্যেক-স্বভাব হইতে পারি।

(১২) হে প্রভো! পরজ্ঞান এবং পরাভক্তি দ্বারা যেন আমি অতিশয় নিঃসীম প্রিয় তোমাকে অনবরত নিত্য অনন্যপ্রয়োজনে বিশদতমভাবে, পরিপূর্ণরূপে অনুভব করিতে পারি।

(১৩) তথাবিধ ভগবদনুভবজনিত অতিশয় নিঃসীম প্রীতি দ্বারা কারিত সর্বাবস্থোচিত তোমার সর্ববিধ সেবার অধিকারী হইয়া আমি যেন তোমার নিত্যকিঙ্কর হইতে পারি।

(১৪) হে ভগবন্! তোমার দাস্যলাভের নিমিত্ত অদ্য আমি তোমাকে স্মরণ করিতেছি। হে প্রভো! তোমার কৃপায় অন্তিম সময়ে আমি যেন একমাত্র তোমার দাস্যই কামনা করিয়া প্রাণ ত্যাগ করিতে পারি।

শ্রীলক্ষ্মীপতির প্রত্যুত্তর

(১৫) যে কোনও ভাবে (শ্রদ্ধা অথবা হেলায়) পূর্বোক্ত 'নিবেদনের" বক্তা তুমি সর্বাবস্থোচিত অশেষ "শেষতৈকরতিরূপ" মৎকৈঙ্কর্য্য প্রাপ্তির উপায়-রূপে বিহিত সমস্ত সাধনবিহীন হইলেও, মৎকৈঙ্কর্য্য-বিরোধী অনন্ত পাপাক্রান্ত হইলেও, আমার সম্বন্ধে অনন্ত অপচারযুক্ত, মদীয়জন-সম্বন্ধে অনন্ত অপচারযুক্ত, অনন্ত অসহ্য অপচারযুক্ত হইলেও, এইসব অপচারের কার্য এবং কারণ-ভূত, অনাদি বিপরীত অহঙ্কার-বিমূঢ়াত্মস্বভাব হইলেও, এই উভয়ের কার্য এবং কারণ ভূত অনাদি বিপরীত বাসনা সম্বন্ধযুক্ত হইলেও, তদনুগুণ প্রকৃতি-বিশেষ সম্বন্ধ-যুক্ত হইলেও, এবং সেই সম্বন্ধের ফলরূপ আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক আধিদৈবিক সুখ দুঃখ এবং তদ্ধেতুরূপ বিষয়ানুভবজনিত জ্ঞান-সঙ্কোচ, যাহা মচ্চরণারবিন্দযুগলে ঐকান্তিক এবং আত্যন্তিক পরজ্ঞান এবং পরাভক্তির বিঘ্ন,

তাহাদ্বারা প্রতিহত হইলেও, কেবলমাত্র আমাদের দয়া দ্বারাই আমার পাদপদ্মের ঐকান্তিক এবং আত্যন্তিক পরজ্ঞান এবং পরাভক্তি-বিষয়ে তোমার সর্বপ্রকার বিঘ্ন নিঃশেষে সমূলে বিনষ্ট হইবে।

(১৬) তুমি আমার প্রসাদে আমার পাদপদ্মযুগলে ঐকান্তিক এবং আত্যন্তিক পরজ্ঞান এবং পরাভক্তিলাভে সক্ষম হইবে।

(১৭) আমার প্রসাদেই তুমি আমার যথাবস্থিত স্বরূপরূপগুণ বিভূতি লীলোপকরণ সমূহের সাক্ষাৎকার লাভ করিবে নিয়াম্যরূপে যে আমার অনুভূতি (মদনুভব) তাহা তোমার প্রত্যক্ষসিদ্ধ হইবে, তোমার স্বরূপ আমার দাস্যৈক-রসাত্মস্বভাব হইবে, একমাত্র আমাকেই তুমি সদা সর্বত্র অনুভব করিবে, আমার দাস্যই তোমার একমাত্র প্রিয় হইবে, তোমার অতিশয় নিঃসীম প্রিয় যে আমি সেই আমার অনবরত, নিত্য, বিশদতম অনন্যপ্রয়োজন অনুভব তোমার পরিপূর্ণরূপে সিদ্ধ হইবে, তথাবিধ অনুভবজনিত অতিশয় নিঃসীম প্রীতি দ্বারা কারিত সর্বাবস্থোচিত অশেষবিধ সেবা-বিষয়ে অধিকারী হইয়া তুমি আমার নিত্যকিঙ্কর হইবে।

(১৮) এবম্ভূত তুমি আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক, আধিদৈবিক, দুঃখ-রূপ-বিঘ্ন-গন্ধ-রহিত হইয়া, অর্থানুসন্ধানের সহিত তোমার 'নিবেদন' সর্ব্বদা আবৃত্তি করিয়া শরীর পাত পর্য্যন্ত এই শ্রীরঙ্গক্ষেত্রেই সুখে অবস্থান কর।

(১৯) শরীরপাত-সময়ে কেবলমাত্র আমার দয়াতেই তোমার নিত্যসিদ্ধ স্বরূপের উদ্বোধন হইবে।

(২০) এবং আমাকে দর্শন করিতে করিতে আমার নিত্যদাস্য বাসনা হইতে চ্যুত না হইয়া জীর্ণ বস্ত্রের ন্যায় অনায়াসে স্থূলসূক্ষ্মরূপা এই প্রকৃতিকে বিসর্জন পূর্বক তৎকালেই আমার প্রসাদে আমার পাদপদ্মযুগলে ঐকান্তিক এবং আত্যন্তিক পরজ্ঞান এবং পরাভক্তি দ্বারা পরিপূর্ণ অনবরত নিত্য, বিশদতম, অনন্য-প্রয়োজন, অতিশয় নিঃসীম প্রীতি-কারিত সর্বাবস্থোচিত অশেষবিধ সেবা বিষয়ে অধিকারী এবং আমার প্রেরিত অমানব পুরুষ কর্ত্তৃক নীত হইয়া আমার নিত্যধাম শ্রীবৈকুণ্ঠে আমার নিত্যকিঙ্কর হইবে। ইহাতে তুমি অণুমাত্র সংশয় করিও না।

(২১) "আমি পূর্বে কখনও মিথ্যা বলি নাই এবং কদাচ মিথ্যা বলিব না", "রাম মিথ্যা কথা কখনও বলেন না", "প্রপন্ন হইয়া" "আমি তোমার" ইহা জীবনের মধ্যে যে একবারও বলে, আমি তাহাকে সর্বদা অভয় দান করিয়া

থাকি, ইহা আমার অচ্ছিদ্র ব্রত।" "সর্বধর্ম পরিত্যাগপূর্বক একমাত্র শরণ গ্রহণ কর আমি তোমাকে সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত করিব।" এই সব কথা আমি সত্যই নিজ মুখেই বলিয়াছি। অতএব তুমি তত্ত্বতঃ আমার জ্ঞান এবং দর্শন প্রাপ্তি-বিষয়ে নিঃসংশয় হইয়া সুখে অবস্থান কর।

---

(২২) অন্তকালে তোমার স্মৃতি তোমার কৈঙ্কর্য্য-দানকারিণী ; আমি অদ্য তাহা করিতেছি অর্থাৎ তোমার স্মরণ করিতেছি। আমার অন্তিম সময়ে যেন তোমার স্মৃতি হয়। ইতি শ্রীরামানুজাচার্য্য-বিরচিত "শরণাগতি গদ্যের" মর্মানুবাদ সম্পূর্ণ।

(২৩) "দয়ার সাগর লক্ষ্মীপতি এবং যতিপতির এই সংবাদ জগতের হিত-সম্পাদক এবং শরণাগতি মন্ত্রসার স্বরূপ। ইহা আমাদের নিকট প্রাচীন পরম রহস্য প্রকাশিত করুন।"

১৫ পৃ:

॥ শ্রীরঙ্গগদ্যের মর্মানুবাদ ॥

—২য় গদ্য—

(১) ত্রিবিধ চেতন, অচেতন এবং স্বরূপস্থিতি প্রবৃত্তিভেদ যাঁহার অধীন, ক্লেশ-কর্মাদি অশেষ দোষ-কর্তৃক অস্পৃষ্ট স্বাভাবিক, নিঃসীম, নিরতিশয়, জ্ঞান, বল, ঐশ্বর্য, বীর্য, শক্তি, তেজ, সৌশীল্য, বাৎসল্য, মার্দ্দব, আর্জিব, সৌহার্দ্দ্য, সাম্য, কারুণ্য, মাধুর্য, গাম্ভীর্য, ঔদার্য, চাতুর্য, স্থৈর্য, ধৈর্য, শৌর্য, পরাক্রম, সত্যকামত্ব, সত্যসঙ্কল্পত্ব, কৃতিত্ব, কৃতজ্ঞতাদি অসংখ্যেয় কল্যাণ-গুণ-গণের মহা-সাগর, পরিপূর্ণ ভগবান্, পরব্রহ্মভূত পুরুষোত্তম, প্রভু শ্রীরঙ্গনাথকে বিষদ-অনুভব দ্বারা যেন আমি নিরন্তর অনুভব করিতে পারি। ভগবানের নিত্য নিয়াম্য স্বভাব এবং আমার নিত্যদাস্যৈকরসাত্ম স্বভাব যেন আমার চিত্তে জাগরিত হয়। শ্রীভগবদনুভব ভিন্ন অন্য-অনুভব-রহিত হইয়া, ভগবানকেই একমাত্র প্রিয় জ্ঞান করত সেই অনুভবজনিত নিঃসীম, নিরতিশয় প্রীতি কারিত অশেষাবস্থোচিত সেবাতে আসক্ত নিত্যপরিকর হইতে আমি ইচ্ছা করি।

(২) ভগবানের নিত্য নিয়াম্য স্বভাব এবং নিজের নিত্য-দাস্যৈকরসাত্ম

স্বভাব অনুসন্ধান পূর্বক, ভগবানের নিঃসীম, নিরতিশয় স্বামিত্বাদি অখিল গুণগণের অনুভবে ভগবানে নিঃসীম নিরতিশয় প্রীতির উদয় হইয়া থাকে। সেই প্রীতি-কারিত অশেষাবস্থোচিত অশেষবিধ দাস্যৈকরতিরূপ নিত্য কৈঙ্কর্য্য একমাত্র ভগবদ্ভক্তি দ্বারাই লভ্য। সম্যক্ ভগবত্তত্ত্বজ্ঞান হইতেই পরাভক্তিলাভ হইয়া থাকে। * বর্ণাশ্রমধর্মের সমীচীন অনুষ্ঠান-ই আবার সেই জ্ঞান লাভের উপায়। যে সাত্ত্বিকতা-আস্তিক্যাদি গুণসমূহ থাকিলে বর্ণাশ্রমধর্মের সম্যক্ অনুষ্ঠান সম্ভবপর, সেই সমস্ত সাত্ত্বিকতাদি গুণের লেশমাত্রও আমাতে নাই।

আমি তদ্‌বিপরীত জ্ঞান ক্রিয়ার অনুগুণ দুরুত্তর অনন্ত, অনাদি পাপ-বাসনা-মহাসাগরে নিমগ্ন। তিলে তৈলের ন্যায়, দারুতে বহ্নির ন্যায়, ক্ষণ-ক্ষরণ স্বভাব-জড়া প্রকৃতিতে গুণত্রয় (সত্ত্ব, রজ, তম) অপৃথক্‌ভাবে নিত্য বিদ্যমান। জড়া প্রকৃতি যাহার বৃত্তিবিশেষ সেই ভগবন্মায়া দ্বারা আমার স্বরূপজ্ঞান তিরোহিত। আমি অতি দুশ্ছেদ্য অনাদি-অবিদ্যা-সঞ্চিত অনন্ত কর্মপাশে নিগড়িত। অনাগত অনন্তকালেও আমি এই সংসার-সাগর উত্তীর্ণ হওয়ার কোনও উপায় দেখিতেছি না। হে নিখিল-জীবগণ-শরণ্য শ্রীমন্ নারায়ণ! আমি কাতরভাবে তোমার চরণারবিন্দযুগলে শরণ গ্রহণ করিতেছি।

(৩) এই প্রকার অধম-জনকেও প্রার্থনা মাত্রে পরম-কারুণিক ভগবান্ স্বীয় অনুভব-জনিত প্রীতি-কারিত, ঐকান্তিক আত্যন্তিক নিত্য কৈঙ্কর্য্য-রতিরূপ নিত্য দাস্য প্রদান করিয়া থাকেন, ইহা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাসপূর্বক শ্রীভগবানের নিকট নিত্যকিঙ্করতা প্রার্থনা করি।

(৪) তবানুভূতি-সম্ভূত-প্রীতিকারিত-দাসতাং।
দেহি মে কৃপয়া নাথ ন জানে গতিমন্যথা॥

হে প্রভো! কৃপাপূর্বক তোমার অনুভূতি-সম্ভূত প্রীতিকারিত দাস্য আমাকে প্রদান কর। অন্যথা আমার আর উপায় দেখিতেছি না।

---

*ইহা শ্রীল রাজানুজাচার্য্যের মত। শ্রীজীবগোস্বামিপাদ ভক্তিসন্দর্ভের ৮৪ অনুচ্ছেদে লিখিয়াছেন "যথা স্থিতেপি সত্য মুক্তিমার্গে কেষাঞ্চিৎ ক্রমমুক্তি-মার্গে বা প্রবৃত্তির্জায়তে তথা "ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা" ইত্যাদি শ্রীগীতানুসারেণ যদি ক্রম-ভক্তিমার্গে প্রবৃত্তিঃ স্যাৎ" ইত্যাদি। এইস্থলে ক্রমভক্তিমার্গের উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহাতে বোধ হয় শ্রীরামানুজাচার্য্য-কথিত ক্রমের প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে।

(৫) হে পুণ্ডরীকাক্ষ! আমি যাহাতে তোমার সর্বাবস্থোচিত দাস্যৈকবৃত্তি লাভ করিতে পারি, তুমিই কৃপাপূর্বক তাহার বিধান কর।

(৬) তত্ত্ব যাথাত্ম্যের অববোধ হইলে স্বভাবতঃই তোমার দাস্য লাভের নিমিত্ত ইচ্ছা জাগিয়া থাকে। আমি সেই ইচ্ছা-রহিত হইলেও শুধু মুখে যে এই প্রকার বলিতেছি, এইটুকু মাত্র অবলম্বন করিয়াই আমার মনের আমার বাক্যানুযায়ী পরমার্থনিষ্ঠতা তুমিই অদ্যই (নিজগুণে) সম্পাদন কর।

(৭) হে অপার-করুণাসাগর, নির্বিশেষে অশেষ-লোক-শরণ্য, প্রণতার্ত্তি-হর আশ্রিত-বাৎসল্যৈক-মহোদধি, নিখিল ভূতসমূহের যাথাত্ম্যের নিরন্তর-বেত্তা অশেষ চরাচর ভূতসকলের নিয়মন-নিরত, অশেষ চিদচিদ্‌বস্তু-শেষীভূত, নিখিল জগদাধার, অখিল-জগৎস্বামিন্, মৎস্বামিন্, সত্যকাম, সত্যসঙ্কল্প, সকলেতর-বিলক্ষণ, বাঞ্ছাকল্পতরু, বিপদ্বন্ধো, কাকুৎস্থ, শ্রীমন্নারায়ণ, শ্রীপুরুষোত্তম, শ্রীরঙ্গনাথ, মন্নাথ, তোমার শ্রীপাদপদ্মে বারংবার প্রণাম করি।

শ্রীরামানুজাচার্য্যকৃত শ্রীরঙ্গ-গদ্যের মর্মানুবাদ সমাপ্ত।

॥ 'শ্রীবৈকুণ্ঠ-গদ্যে'র মর্মানুবাদ ॥

—৩য় গদ্য—

১। শ্রীযামুনাচার্য্য-রূপ সুধা-সমুদ্রে নিমজ্জন পূর্বক আমি ভক্তিযোগ-নামক যে রত্ন লাভ করিয়াছি, তাহা যথামতি ভক্তজন সমীপে প্রকাশ করিতেছি।

২। সাধক, চেতন, অচেতন এবং স্বরূপস্থিতি এই ত্রিবিধ প্রবৃত্তিভেদ যাঁহার অধীন, যিনি ক্লেশ-কর্মাদি অশেষ দোষ কর্তৃক অস্পৃষ্ট, যিনি স্বাভাবিক, অনন্ত এবং নিরতিশয় জ্ঞান, বল, ঐশ্বর্য, বীর্য, শক্তি, তেজঃ প্রভৃতি অসংখ্যেয় কল্যাণ-গুণগণের মহাসাগর, সেই পরমপুরুষ ভগবান্ শ্রীনারায়ণকে নিজ প্রভু সুহৃৎ এবং গুরুরূপে বরণ করত একমাত্র তাঁহার পাদপদ্মদ্বয়ের ঐকান্তিক এবং আত্যন্তিক পরিচর্যা-বিষয়ে কৃতসংকল্প হইয়া এবং সেই পরিচর্যা-প্রাপ্তি-বিষয়েও "ভগবৎ পাদপদ্মে শরণাগতি ভিন্ন কোটি সহস্র কল্পেও আমার অন্য কোনও সাধন নাই"—ইহা নিশ্চিতরূপে ধারণা করিয়া নিখিল প্রাণীবিষয়ে একমাত্র দয়ার

সাগর গুণের আলোচনা না করিয়া সমস্ত জীবের অনুকূল মর্য্যাদাশীলবান্, স্বাভাবিক অনন্ত এবং নিরতিশয় গুণবত্তা হেতু দেব তির্যগ্ মনুষ্যাদি অখিল জগজ্জনের হৃদয়ানন্দকারী, আশ্রিতজনের প্রতি বাৎসল্যের একমাত্র সাগর, ভক্তজনের সহিত মিলনই যাঁহার একমাত্র সুখ, নিত্য জ্ঞান ক্রিয়া ঐশ্বর্য, ভোগ-সামগ্রী দ্বারা সমৃদ্ধ, মহা বিভূতিসম্পন্ন সেই ভগবান্ নারায়ণেরই শ্রীমচ্চরণার-বিন্দযুগলে আত্মার সঞ্জীবনরূপে অনন্ত এবং তদ্গত সর্বভাবে শরণ গ্রহণ করিবেন।

৩। অনন্তর আধ্যাত্মিক জীবনে উন্নতি লাভের নিমিত্ত প্রত্যহ এই প্রকার অনুসরণ করিবেন :—

৪। চতুর্দশভুবনাত্মক ব্রহ্মাণ্ড এবং উত্তরোত্তর দশগুণ বৃহৎ আবরণসমূহের অর্থাৎ সর্বকার্য্য-কারণসমূহের পরপারে পরব্যোম-শব্দে অভিহিত, ব্রহ্মাদির বাক্য মনের অগোচর দিব্যধাম শ্রীবৈকুণ্ঠ বিরাজমান।

৫। যাঁহাদের স্বভাব এবং ঐশ্বর্য সনক সনন্দন ব্রহ্মা-শিবাদির অচিন্ত্য ভগবদানুকূল্যই যাঁহাদের একমাত্র আনন্দ, এই প্রকার অনন্ত, নিত্যসিদ্ধ দিব্য পুরুষগণ দ্বারা সেই বৈকুণ্ঠ পূর্ণ।

৬। সেই মহাত্মগণও বৈকুণ্ঠের এই পরিমাণ, ঈদৃশ ঐশ্বর্য, ঈদৃশ স্বভাব ইহা নির্ণয় করিতে যোগ্য হয়েন না।

৭। সেই বৈকুণ্ঠ শত সহস্র দিব্য আবরণে আবৃত, দিব্য কল্পতরুসমূহ দ্বারা উপশোভিত, শত সহস্র কোটি দিব্য-উদ্যানসমূহে আবৃত, অপরিমিত দিব্য আয়তনবিশিষ্ট এবং অনির্বচনীয় শত সহস্র কোটি দিব্য রত্নময় দিব্য আস্থান-মণ্ডপ এবং দিব্য রত্নস্তম্ভে উপশোভিত, দিব্যালঙ্কার-যুক্ত দিব্য নানা রত্নস্থলী দ্বারা বিচিত্রিত।

৮। চতুর্দিকে পতিত, পতনশীল এবং পাদপস্থ নানা গন্ধ এবং নানা-বর্ণ দিব্যপুষ্প-শোভমান দিব্য পুষ্পোপবন দ্বারা উপশোভিত।

৯। পারিজাতাদি কল্প-বৃক্ষোপশোভিত এবং অন্তঃস্থিত পুষ্পনির্মিত এবং রত্নাদি নির্মিত শত সহস্র দিব্য লীলা-মণ্ডপ-যুক্ত শত সহস্র অনির্বচনীয় বিস্তীর্ণ ক্রীড়া শৈল দ্বারা অলঙ্কৃত।

১০। কোথাও শ্রীনারায়ণের দিব্য লীলোপযোগী, কোথাও শ্রীলক্ষ্মীদেবীর

দিব্য লীলোপযোগী, কোথাও উভয়ের দিব্য লীলোপযোগী, শুক সারিকা ময়ূর কোকিলাদির কোমল কূজনে মুখরিত শত সহস্র দিব্যোদ্যানে আবৃত।

১১। (ঐ বৈকুণ্ঠ) মণি-মুক্তা-প্রবাল-নির্মিত সোপান-যুক্ত, দিব্য, অমল অমৃতরস-তুল্য জলপূর্ণ, অতিরমণীয়-দর্শন দিব্য জলচর পক্ষীগণের অতি মনোহর স্বরে আকুলিত, দিব্য রাজহংসাবলী-বিরাজিত, অন্তঃস্থ মণি-মুক্তা ময় দিব্য ক্রীড়াস্থান যুক্ত, দিব্য সৌগন্ধিক-পদ্ম-পূর্ণ শত সহস্র সরোবর (দীর্ঘিকা) দ্বারা শোভিত।

১২। (ঐ বৈকুণ্ঠ) নিরতিশয় আনন্দৈকরসতা এবং অনন্তত্ব-হেতু প্রবেশ-কারী ব্যক্তির উন্মাদনাকারী ক্রীড়াস্থানসমূহে বিরাজিত।

১৩। সেই সেই ক্রীড়াস্থান সেবকগণ-কর্তৃক নির্মিত দিব্য পুষ্প-পর্যঙ্কে উপশোভিত।

১৪। সেই বৈকুণ্ঠ নানাপ্রকার পুষ্প-মধুপানে মত্ত ভৃঙ্গগণের উচ্চ গুঞ্জনে শব্দায়মান।

১৫। সেই বৈকুণ্ঠ দিব্য সঙ্গীতকলা দ্বারা আপূরিত, চন্দন, অগুরু, কর্পূর এবং দিব্য পুষ্পাদির গন্ধযুক্ত মন্দ অনিল-কর্তৃক সেব্যমান।

১৬। ঈদৃশ শ্রীবৈকুণ্ঠধামের মধ্যভাগে যিনি স্বীয় কান্তি দ্বারা নিখিল দিব্য বৈকুণ্ঠ-লোককে আপ্যায়িত করিতেছেন এবং শেষ শেষাশনাদি সর্ব পরিজনকে আদেশপূর্বক ভগবানের তত্তদবস্থোচিত পরিচর্যায় নিযুক্ত করিতে-ছেন, যিনি শীল, রূপ, গুণ বিলাসাদি দ্বারা সর্বথা অনুরূপা, সেই বৈকুণ্ঠেশ্বরী শ্রীলক্ষ্মীদেবী সহ শ্রীনারায়ণ অনন্ত ভোগস্থিত, পুষ্প-বিচিত্রিত মহাদিব্য যোগ-পর্যঙ্কে আসীন (অবস্থান করিতেছেন)।

১৭। শ্রীনারায়ণের নয়ন-যুগল নবোন্মিলিত রক্তপদ্মের ন্যায়, অঙ্গকান্তি স্বচ্ছ নীল নবমেঘের ন্যায়, তাঁহার পরিধানে অত্যুজ্জ্বল পীত বসন, তিনি অতি নির্মল, অতি শীতল, অতি কোমল স্বকীয় স্বচ্ছ মাণিক্য তুল্য প্রভাদ্বারা নিখিল বিশ্ব উদ্ভাসিত করিতেছেন, তিনি অচিন্ত্য দিব্য অদ্ভুত নিত্য যৌবনের স্বাভাবিক লাবণ্যময় অমৃতসাগর-স্বরূপ অতি সৌকুমার্যবশতঃ তাঁহার দিব্য অলকাবলী বিরাজিত ললাটদেশ ঈষৎ স্বেদযুক্ত বলিয়া বোধ হইতেছে, তাঁহার লোচন প্রস্ফুটিত মনোহর পদ্মের ন্যায়, তাঁহার ভ্রূলতা বিভ্রমযুক্ত, তাঁহার উজ্জ্বল অরুণ বর্ণ অধর, শ্রীবদনে পবিত্র মৃদু মন্দ হাস্য, গণ্ডদেশ কোমল, উন্নত নাসিকা,

অলকাবলী ললাট-পর্য্যন্ত বিলম্বিত, কুন্তল উন্নত পীন অংশ বিলম্বী, মনোজ্ঞ কম্বু তুল্য গ্রীবা, তাঁহার কোমল, সুবর্ত্তুল আজানুলম্বিত-হস্তচতুষ্টয়ে প্রিয়ার কর্ণোৎপল, কর্ণভূষণ এবং শ্লথ কেশবন্ধ আলিঙ্গনের চিহ্ন বিরাজমান, তাঁহার অতি রক্তবর্ণ করতল অতি কোমল দিব্যরেখাসমূহে অলঙ্কৃত, তাঁহার অতি রক্তবর্ণ অঙ্গুলিসমূহ অতি কোমল দিব্য নখাবলী এবং দিব্য অঙ্গুরীয়ক দ্বারা অলঙ্কৃত, সদ্য বিকশিত রক্তপদ্মের ন্যায় তাঁহার শ্রীচরণযুগল।

১৮। তিনি অত্যন্ত সুখস্পর্শ, দিব্য-গন্ধযুক্ত, অতি মনোহর কিরীট, মুকুট, চূড়া, অবতংস, মকর কুণ্ডল, গ্রৈবেয়ক (চিক), হার, কেয়ূর (অঙ্গদ), কটক (পাদভূষণ), শ্রীবৎস, কৌস্তুভ, মুক্তা-খচিত উদরবন্ধ, পীতবসন, কাঞ্চী, নূপুরাদি দিব্য ভূষণে ভূষিত।

১৯। তিনি বৈজয়ন্তী এবং বনমালা দ্বারা শোভিত।

২০। তিনি শঙ্খ, চক্র, গদা, অসি, শার্ঙ্গ, ধনু প্রভৃতি দিব্য অস্ত্রসমূহ দ্বারা সেব্যমান।

২১। (শ্রীনারায়ণ) সঙ্কল্পমাত্রে জগতের সৃষ্টিস্থিতি এবং ধ্বংসাদিতে সমর্থ শ্রীমান্ বিশ্বক্সেনে সমস্ত আত্মৈশ্বর্য ন্যস্ত করিয়াছেন।

২২। যাঁহারা স্বভাবতঃই সমস্ত সাংসারিক-স্বভাব-বিরহিত ভগবৎ-পরিচর্যা করণযোগ্য; ভগবৎ-পরিচর্যাই যাঁহাদের একমাত্র আনন্দ, সেই গরুড়াদি অনন্ত নিত্যসিদ্ধ পার্ষদগণ কর্ত্তৃক যিনি যথাযোগ্য ভাবে সেব্যমান।

২৩। দিব্য অমল, কোমল, অবলোকন দ্বারা যিনি বিশ্বকে আহ্লাদিত করিতেছেন।

২৪। যাঁহা দিব্য গাম্ভীর্য, ঔদার্য, সৌন্দর্য, মাধুর্যাদি অনন্ত-গুণগণ বিভূষিত, অতি মনোহরদিব্য-ভাবগর্ভ ; দিব্য নানাবিধ অরবিন্দের শোভাজনক ঈষদুন্মীলিত শ্রীমুখপদ্ম হইতে নির্গত সেই দিব্য লীলালাপরূপ অমৃত রসধারা যিনি অখিল জনের হৃদয়সমূহকে আনন্দে পরিপূরিত করিতেছেন।

২৫। সাধক বৈকুণ্ঠ মধ্যভাগে শ্রীলক্ষ্মীদেবীসহ দিব্য যোগ পর্য্যঙ্কে আসীন সেই শ্রীনারায়ণকে ধ্যানযোগে দর্শন করিয়া শ্রীভগবানের নিত্য স্বামিত্ব এবং নিজের নিত্যদাস্য যথাযোগ্য অনুসন্ধান পূর্বক চিন্তা করিবেন।

২৬। কবে আমি আমার কুলনাথ, আমার কুলদেবতা, আমার কুলধন, আমার ভোগ্য, আমার মাতা, আমার পিতা, আমার সর্বস্ব, ভগবান্ শ্রীনারায়ণকে (এই) চক্ষে সাক্ষাৎ দর্শন করিব।

২৭। কবে আমি শ্রীভগবৎ-পাদপদ্ম মস্তকে ধারণ করিব।

২৮। কবে আমি ভগবৎ-পাদপদ্মের পরিচর্যার আশায় অন্য সর্বপ্রকার ভোগাশা ত্যাগ পূর্বক সমস্ত সাংসারিক স্বভাব-রহিত হইয়া তাঁহার শ্রীপাদপদ্ম প্রকৃষ্টরূপে লাভ করিব।

২৯। কবে আমি ভগবৎ-পাদপদ্ম পরিচর্যা-করণযোগ্য হইয়া ভগবৎ-পরিচর্যাই নিজের একমাত্র আনন্দবোধে শ্রীভগবানের শ্রীচরণযুগলের সেবা করিব।

৩০। কবে ভগবান্ আমাকে স্বকীয় অতি শীতল দৃষ্টি দ্বারা অবলোকন-ক্রমে স্নিগ্ধ গম্ভীর মধুর বাক্যে পরিচর্যার নিমিত্ত আদেশ করিবেন।

৩১। সাধক এই প্রকারে ক্রমশঃ অধিক আশান্বিত হইয়া ভগবৎ প্রসাদে বর্দ্ধিত ঐ আশা দ্বারা (ধ্যান-যোগে) ভগবানের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া গরুড়াদিক সেব্যমান অনন্ত-ভোগে শ্রীলক্ষ্মীদেবী সহ আসীন শ্রীভগবানকে দূর হইতে "সপরিকরে ভগবান্ শ্রীনারায়ণকে প্রণাম করি"—এই বাক্যে প্রণাম করত বারংবার উত্থিত এবং বারংবার প্রণত হইবেন।

৩২। অনন্তর অত্যন্ত সাধ্বস এবং বিনয়ে অবনত সাধক ভগবৎ-পর্ষদগণ নায়ক দ্বারপালগণকে সম্যক্ অভিবাদন পূর্ব্বক তাঁহাদের দ্বারা কৃপা এবং স্নেহপূর্ণ দৃষ্টিতে অবলোকিত হইয়া এবং তাঁহাদের অনুমতি লাভ করত শ্রীভগবানের নিকটবর্ত্তী হইয়া (আপনার) "ঐকান্তিক এবং আত্যন্তিক পরিচর্যা করণের নিমিত্ত আমাকে গ্রহণ করুন"—এই প্রকার প্রার্থনা এবং শ্রীমূলমন্ত্র উচ্চারণপূর্বক প্রণাম করত শ্রীভগবৎ পাদপদ্মে আত্মসমর্পণ করিবেন।

৩৩। অনন্তর ভগবান্ স্বয়ংই প্রাণদানকারী, মর্যাদা, শীলবান, অতি প্রেমান্বিত লোচনদ্বারা অবলোকনক্রমে সর্বদেশ সর্বকাল এবং সর্বাবস্থোচিত আত্যন্তিক শেষভাব (অর্থাৎ পরিচর্যা) বিষয়ে অঙ্গীকার এবং অনুজ্ঞা প্রদান করিলে অত্যন্ত সাধ্বস এবং বিনয়াবনত সাধক কৃতাঞ্জলিপুটে আদেশ প্রতীক্ষা পূর্বক শ্রীভগবানের নিকটে অবস্থান করিবেন।

৩৪। অনন্তর ভাব-বিশেষ অনুভব করত নিরতিশয় প্রীতি-হেতু অন্যকিছু অনুষ্ঠান করিতে, দর্শন করিতে এবং স্মরণ করিতে অসমর্থ হইয়া পুনরায়

"শেষভাব" ই ভিক্ষা চাহিয়া সাধক অবিচ্ছিন্ন স্রোততুল্য দৃষ্টি দ্বারা সেই পরম করুণ শ্রীভগবানকেই দর্শন করিতে থাকিবেন।

৩৫। অনন্তর ভগবান্ স্বয়ংই প্রাণদানকারী দৃষ্টি দ্বারা অবলোকন পূর্বক মৃদুমন্দ হাস্য সহকারে আহ্বান করত সমস্ত-ক্লেশহারী নিরতিশয় সুখাবহ স্বকীয় শ্রীপাদপদ্মযুগল নিজেই সাধকের মস্তকে ধারণ করিলেন—এই প্রকার ধ্যানপূর্বক অমৃত-সাগর মধ্যে নিমগ্নদেহ হইয়া সাধক আনন্দে ডুবিয়া থাকিবেন।

৩৬। দয়ার সাগর লক্ষ্মীপতি এবং যতিপতির এই সংবাদ শরণাগতি মন্ত্রসার-স্বরূপ। ইহা আমাদিগের নিকট প্রাচীন রহস্য প্রকাশিত করুন।

শ্রীরামানুজাচার্য্য-বিরচিত "বৈকুণ্ঠগদ্যের" মর্মানুবাদ সমাপ্ত।

৮ পৃ:

[যতিপতি শ্রীলক্ষ্মীদেবী এবং শ্রীনারায়ণ উভয়ের কাছেই অনন্যভাবে শরণ নিতেছেন, কিন্তু শক্তি এবং শক্তিমান হিসাবে শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ অভিন্ন হওয়ায় অনন্যত্বের হানি হয় নাই।]

Vrindavan Das Govind Kund Vrindavan, Mathura